



- প্রকৃতপক্ষে, নিয়ত করা এবং তালবিয়া পড়া — এই দুই কাজের মাধ্যমে ইহরাম বাধা পূর্ণ হয়। ইহরামের আগে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব, জরুরি কিছু নয়। কাজেই, ইহরামের আগে নামাযের সুযোগ পেলে তো তা আদায় করা চাই, কিন্তু সহজে সুযোগ না পেলে, এই নামাযের জন্য ইহরাম বাঁধতে দেরী করা ঠিক নয়।
- কারো পক্ষ থেকে বদনী হজ্ব করলে তালবিয়া বলার সময় তার নাম যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। তালবিয়া পড়ার সময় তার নাম নিয়ে একবার এভাবে বলাই যথেষ্ট যে, **لِللَّهِ عَن فُلَانٍ** [লাববাইক আন ফলান (ফলানের জায়গায় ওই ব্যক্তির নাম) অর্থাৎ অমকের পক্ষ থেকে লাববাইক]।
- তালবিয়ার পর অনুচ্চস্বরে দরদ পড়া ও দোয়া করা।
- এখন থেকে বার বার তালবিয়া পড়া (গুধুমাত্র পুরুষেরা উচ্চস্বরে পড়বে)। উঠতে-নামতে তালবিয়া পড়া, কারও সাথে দেখা হলে সালামের পর তালবিয়া পড়া। যখন পড়া হবে তিনবার করে পড়া এবং প্রত্যেকবার চার শ্বাসে পড়া। তালবিয়া সম্মিলিতভাবে না পড়ে একাকী পড়া।
- ওমরার ইহরাম হলে তাওয়াফের নিয়ত্যের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া চলবে। হজের ইহরাম হলে প্রথম কংকর নিফেপের পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া চলবে।

১.১.১ ইহরাম অবস্থায় বিধি-নিষেধ

- নাপাকি বাদে অন্যান্য ময়লা শরীর থেকে দূর করা যাবে না, ঘষে এই ময়লা তোলা যাবে না। সাবান ছাড়া গোসল করা যাবে।
- চুল, নখ কাটা বা উপড়ানো নিষেধ। চুল/দাড়ি এভাবে আঁচড়ানো যাবে না বা এভাবে চুল/দাড়ি না চলকানো যাতে চুল/দাড়ি ওঠার আশঙ্কা থাকে।
- সূপাকি স্পর্শ করা এবং স্রাণ নেওয়া যাবে না, তবে স্রাণ এসে গেলে ঠিক আছে। সূপাকিয়ুক্ত সাবান বা অন্য কিছু ব্যবহার করা যাবে না।
- খেয়াল রাখা দরকার, প্লেনে সাধারণত হাত-মুখ মোছার জন্য খাবারের সাথে সূপাকিয়ুক্ত টিসু দেয়া হয়, ইহরাম অবস্থায় এটি ব্যবহার করা যাবে না। একইভাবে প্লেনে অথবা জেদ্দা বিমানবন্দরে, এস্তেঞ্জা সারার পর বা ফ্রেশ হবার জন্য, টয়লেটে রাখা সূপাকি সাবান ব্যবহার করা যাবে না।
- গন্ধহীন সাবান ব্যবহার করা যাবে। দেশে সূপাকি ছাড়া বল সাবান পাওয়া যায়। মক্কায় এই সাবান সহজলভ্য, হারাম শরীফের আশেপাশের দোকানে সস্তায় সূপাকি ছাড়া সাবান পাওয়া যায়।
- পানের সাথে খুশরদার মশলা খাওয়া নিষেধ; শরবতে কেঁওরা, গোলাপ নিষেধ। কিন্তু খুশরদার মশলা দিয়ে রান্না হলে খাওয়া যাবে অর্থাৎ রান্না না হলে খুশরদার মশলা খাওয়া নিষেধ।
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লাগামহীন (বেপর্দা) কথা-বার্তা পর্যন্ত নিষেধ।
- তেল ব্যবহার করা মাকরুহ। কিন্তু হাত পায়ে ফটা জায়গায় তেল লাগানো জায়েজ। শরীরে ঘি বা চর্বি মালিশ করা নিষেধ।
- মুখ কাপড় দিয়ে আবৃত করা যাবে না, তবে হাত দিয়ে ঢাকা যাবে। কান এবং ঘাড় কাপড় দিয়ে ঢাকা যাবে।
- (গুধুমাত্র মহিলাদের জন্য) ইহরামের কারণে পর্দার বিধান শিথিল হয় না, তাই মুখ ঢাকতে হবে। অন্যদিকে কাপড় মুখের সংস্পর্শে রাখা যাবে না। এজন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা করতে হয় যাতে কাপড় মুখের সংস্পর্শ থেকে একটু দূরত্ব রেখে বুলে থাকে। মহিলারা অলংকার পড়তে পারে, তবে না পড়াই উত্তম।
- (গুধুমাত্র পুরুষের জন্য) মাথা ঢাকতে পারবে না, টুপি পড়া যাবে না, তবে মাথায় বোকা বহন করা যাবে। পায়ে মোজা পড়বে না, পায়ে পাতার মাঝখানের উপরের অংশের উচ্চ হাড় ঢেকে যায় এমন জুতাও পড়বে না। তবে চাদর বা লেপ দিয়ে পা ঢাকা যাবে।
- ইহরামের পরনের কাপড় বদলিয়ে অন্য ইহরামের কাপড় পড়া যাবে, কাপড় নাপাক না হলেও।
- উপড় হয়ে না শোয়া। মাথা, গাল বালিশে রেখে শোয়া যাবে, কিন্তু পুরো মুখ বালিশের উপর রেখে বা বালিশ দিয়ে ঢেকে শোয়া যাবে না।
- কোমরে/পালায় ধলি বোনানো জায়েজ। আংটি, ঘড়ি, চশমা ব্যবহার করা যাবে।
- পিপড়া, মৌমাছি, উকুন না মারা। তবে সাপ, বিছ, ইঁদর, ভীমরুল, মশা, মাছি, ছারপোকা মারা জায়েজ।
- কোনো বন্য পশু শিকার করা বা শিকার করতে সাহায্য করা নিষেধ। তবে মাছ, কাকড়া মারা জায়েজ। গরু, ছাগল, হাস, মুরগি জবাই করা এবং খাওয়া যাবে।
- ইহরাম অবস্থায় মীকাতের বাইরে যাওয়া যায় - যেতে কোনো বাধা নেই।

১.২ মসজিদুল হারামে প্রবেশ

- মসজিদে হারামে দিন রাত সবসময় প্রবেশ করা যায়, তবে দিনের বেলা প্রবেশ উত্তম। বাবুস সালাম (২৪ নং গেট) দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা মুস্তাহাব, এটা পূর্ব দিকে সাফা-মারওয়ান মাঝামাঝি অবস্থিত। এখানে আন্ডারপাস দিয়ে ঢুকতে হয়, কিছুটা ভীড় হয়।
- মসজিদের বাইরে একটা জায়গা ঠিক করে নেওয়া যায় — কেউ দল থেকে আলাদা হয়ে গেলে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারে। বাকি সবাই সেখানে গিয়ে তাকে খুঁজবে। জায়গাটা মসজিদের চত্বরের বাইরে হলে ভালো — মগরিব, এশার সময় মসজিদের সমস্ত জায়গা দখল হয়ে যায়, কোথাও দাড়াবার বা অপেক্ষা করার উপায় থাকে না।
- মসজিদের বাইরে জুতা রাখার পরিবর্তে, জুতা রাখার আলাদা ব্যাগ সাথে রেখে, মসজিদে প্রবেশের সময় ব্যাগে জুতা ভরে নিলে ভালো। ভেতরে জুতা রাখার ব্যবস্থা থাকে।
- বিসমিল্লাহ বলে জান পা দিয়ে মসজিদে হারামে প্রবেশ করা।
- এই দোয়া পড়া:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

- এই দরুদ পড়া:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ





- তাওয়াফ শেষে এই দোয়া পড়া:

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي

- মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে ৫ রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়া। নামাজের মাকরহ ওয়াজিব হলে অপেক্ষা করে নামাজ পড়তে হবে। [প্রথম রাকাতে সূরা কাফিকন(শিরক অস্বীকার) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস(একত্ববাদ স্বীকার)]।

- নামাজের পর এই দোয়া পড়া:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبَلْ مَعْدِرَتِي وَتَعَلَّمْ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَتَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يَأْتِي قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُضَيِّبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

- দোয়া করা। এখানে (মাকামে ইব্রাহীমের কাছে) এই সময় দোয়া খুব কবুল হয়।

- ৫ রাকাত তাওয়াফের নফল নামাজ পড়া।

১.৩.১ নফল তাওয়াফ

- মক্কায় অবস্থানকালে খুব বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করা উচিত। অন্যদের (জীবিত/ মৃত) পক্ষ থেকে নফল তাওয়াফ করা যাবে। মসজিদে হারামে তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ার পরিবর্তে তাওয়াফ করাই বেশী উত্তম।

- (গুপ্তমাত্র পুরুষের জন্য) এজতেবা নেই, রমল নেই।

- মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে ৫ই রাকাত নামাজ পড়তে হবে। এক তাওয়াফের পর সেটার নামাজ না পড়ে আরেক তাওয়াফ করা মাকরহ। অবশ্য নামাজের মাকরহ সময় হলে আবার তাওয়াফ মাকরহ হবে না।

- তাওয়াফের পর সায়ী নাই।

১.৪ জমজম

- বিশমিল্লাহ বলে কেবলার দিকে ফিরে জমজমের পানি পান করা।

- তিন স্থানে জমজমের পানি পান করা, প্রত্যেক স্থানে বাইতুল্লাহর দিকে তাকানো।

- কেউ বসা অবস্থায় থাকলে বসেই জমজমের পানি পান করতে পারে, কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে দাঁড়িয়েই জমজমের পানি পান করতে পারে। জমজমের পানি পান করার জন্য দাঁড়ানো থেকে বসার অথবা বসা থেকে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নাই।

- পেট ভরে পানি পান করা। তবে এরপর সায়ী করতে হলে, এখন অতিরিক্ত পানি পান না করা যেতে পারে; পান করলে পরে সায়ী করার সময় এস্তেস্জার বেশ পাবে এবং অসুবিধা হবে।

- কোন মাকসাদ নিয়ে জমজমের পানি পান করলে মাকসাদ পূরণ হবে।

- পান করার পর বরকতের নিয়তে কিছু জমজমের পানি মাথায়, শরীরে ঢালা।

- পান করার পর এই দোয়া পড়া:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا
وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

- এরপর এই দোয়াও পড়া যেতে পারে:

اللَّهُمَّ إِنَّ ابْنَ أَبِي الْمَوَالِ حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَمَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ وَهَذَا أَشْرَبُهُ لِعَطَشِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَرِبَ-

- দোয়া করা। এখানে এই সময় দোয়া খুব কবুল হয়।

- ওমরার বা হজের মধ্যে হলে নবমবার ইস্তেলাম করে সায়ীর জন্য যাওয়া। এই ইস্তেলাম করা মুস্তাহাব।

১.৫ মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়া

- বাম পা দিয়ে মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়া। বাম পা বাইরে দিয়ে এই দোয়া পড়া:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

মসজিদুল হারামের যে বিল্ডিং, সেটাই সাফা-মার ওয়াহ পর্যন্ত বাড়ানো হলেও বিল্ডিং এর এই বর্ধিত অংশ মসজিদের বাইরে গণ্য হয়। বিল্ডিং এর মধ্যে মসজিদুল হারাম শেষ হওয়ার ওই সীমানা চিহ্নিত করা আছে। জমজমের পানি পান করার পরে এই সীমানা পার হয়ে সায়ী করার জন্য যেতে হয়। এই সীমানা পার হওয়ার সময় মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়ার উপরোক্ত নিয়ম মানতে হবে।

১.৬ সায়ী

- সায়ী করার সময় অঙ্গু ধাকা মুস্তাহাব এবং কাপড় পাক ধাকাও মুস্তাহাব।

- সায়ী নীচতলা ছাড়াও ২য়/৩য়/৪র্থ তলা বা ছাদ দিয়েও করা যায়।

- সাফা পাহাড়ের কাছে পৌঁছে এই দোয়া পড়া:

أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ الْكُفْرَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

- সাফাতে যতটুকু উঠলে বাইতুল্লাহ দেখা যায় বা আনুমানিক দেখা যাওয়ার কথা ততটুকু উঠা তার বেশী না উঠা। সাফাতে উঠে বাইতুল্লাহর দিকে(কাবার দিকে) ফিরে দাঁড়ানো, বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে তিনবার আল্লাহ আকবার বলে এই দোয়া পড়া:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

- এখানে (সাফাতে) এই সময় দোয়া খুব কবুল হয়। বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে ৫ই হাত দোয়ার মত আনমানের দিকে কাশ পর্যন্ত উঠিয়ে এরপর সব দোয়া পড়া।

- মারওয়ার দিকে আসানো। এটা প্রথম চক্র।

- সাফা-মারওয়ার মাঝখানে চলার সময় এই দোয়া পড়া:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

- দোয়া করা। এখানে এই চলার সময় দোয়া খুব করুল হয়।
- (গুধুমাত্র পুরুষের জন্য) প্রতি চক্রে সরজ বাতিঘরের মাঝখানে কিছুটা দ্রুত চলা বা মূত্র দৌড়ানো। দৌড়ে চলা সম্ভব না হলে দৌড়ে চলার মত করে শরীর হেলে ঢলে চলা।
- মারওয়াতে উঠে সাফার মতই নিয়ম: দোয়া পড়া এবং দোয়া করা।
- সাফা ও মারওয়ার উপর বেশিক্ষণ দাঁড়ানো মুস্তাহাব।
- সাফার দিকে আঁগানো। এটা দ্বিতীয় চক্র।
- প্রতিবার সাফা এবং মারওয়াতে উঠে একই নিয়ম।
- সাঈ করার মধ্যে নামাজের জামাত তৈরি হলে নামাজ পরে যেখানে সাঈ বন্ধ হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করলেই হবে।
- সাত চক্র পরো করা, কত চক্র হয়েছে সন্দেহ হলে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যা ধরে নিয়ে সাত চক্র পরো করা।
- চক্রপরমুহের মধ্যে বেশী বিরতি দেওয়া মাকরুহ।
- ৭ চক্র মারওয়াতে শেষ করার পর মসজিদুল হারামে গিয়ে চাই রাকাত নফল নামাজ পড়া মুস্তাহাব (নামাজের মাকরুহ ওয়াজ না হলে)। এই নামাজ মারওয়াতে পড়া মাকরুহ।

১.৭ হলক করা (চুল ছাটা)

- হলক করে (চুল ছেটে) ইহরাম মুক্ত হওয়া বা হালাল হওয়া।
- কেবলামুখী হয়ে বসে নিজের ডানদিকের থেকে চুল ছাটা শুরু করা (যে কাঁটে তাকে বলে দেওয়া)।
- (গুধুমাত্র পুরুষের জন্য) পরো মাথার চুল চেহে ফেলবে; মাথা আগে থেকে মুন্ডন করা থাকলে বা পরো মাথা টাক থাকলে মাথায় ফুর ঘুরিয়ে নিলেই চলবে। অবশ্য মাথা না মুন্ডিয়ে চুল ছোট করা যায়, সেফেদ্রে কমপক্ষে আঙ্গুলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক কড় পরিমাণ চুল কাটবে। তবে আগে থেকে চুল এক কড়ের চেয়ে ছোট থাকলে তখন মাথা মুন্ডাতেই হবে।
- (গুধুমাত্র মহিলাদের জন্য) পরো মাথার সমস্ত চুলের বৃষ্টি ধরে আঙ্গুলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক কড় পরিমাণ চুল কাটবে, অবশ্য পরো মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ চুলের অগ্রভাগ কাটলেও হালাল হবে।
- চুল মাটিতে পুতে দেওয়া মুস্তাহাব, টয়লেটে চুল ফেলা মাকরুহ।
- চুল ছাটার পর নখ, ঠোঁফ কাটা মুস্তাহাব, কিন্তু চুল ছাটার আগে কাটা নিষেধ।
- চুল ছাটার পর দোয়া করা।
- চুল ছাটার পর স্বাভাবিক পোশাক/চলাফেরা।

১.৮ দম এবং বাদানা

ইহরাম অবস্থায় কোনো কোনো নিষেধ অমান্য হলে বা হজ্জ/ওমরাতে কোনো কোনো ভুল হয়ে গেলে দম দিতে হয়। এজন্য খানী/ভেড়া/ডম্বা অথবা গরু/উট হেরেমের সীমার মধ্যে জবাই করতে হবে। গরু/উট এর ১/৭ ভাগ মালিকানা থাকতে হবে। ঐ বৎসর না করে অন্য বৎসর জবাই করলেও দম আদায় হবে। কোনো কোনো ভুল এমন যার কারণে বাদানা ওয়াজিব হয়, তখন পূর্ণ একটা গরু/উট হেরেমের সীমার মধ্যে জবাই করতে হবে।

এইসব জরিমানা মিসকিনদের হক, গোশত নিজে খাওয়া যাবে না এবং পরিবারের সদস্যদের খাওয়ানো যাবে না।

২. ওমরা

ফরয

- ১। ইহরাম
- ২। তাওয়াফের প্রথম ৪ চক্র

ওয়াজিব

- ১। তাওয়াফের শেষ ৩ চক্র
- ২। সায়ী
- ৩। চুল ছাটা

ওমরাতে করণীয় কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ:

- মীকাতের বাইরে থেকে ইহরাম বাধা অনুচ্ছেদ ১.১ অনুযায়ী।
- মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা অনুচ্ছেদ ১.২ অনুযায়ী।
- তাওয়াফ করা অনুচ্ছেদ ১.৩ অনুযায়ী।
- জমজমের পানি পান করা অনুচ্ছেদ ১.৪ অনুযায়ী (নবমবার ইস্তেলামসহ)।
- মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়া অনুচ্ছেদ ১.৫ অনুযায়ী।
- সায়ী করা অনুচ্ছেদ ১.৬ অনুযায়ী।
- হলক করে (চুল ছেটে) হালাল হওয়া অনুচ্ছেদ ১.৭ অনুযায়ী।

৩. হজ্জ

ফরয

- ১। ইহরাম
- ২। তাওয়াফে জিয়ারতের প্রথম ৪ চক্র
- ৩। আরাফাতে উকুফ করা (অর্থাৎ অবস্থান করা)

ওয়াজিব

- ১। সায়ী
- ২। তাওয়াফে জিয়ারতের শেষ ৩ চক্র
- ৩। হলক করা (চুল ছাটা)
- ৪। মুজদালিফাতে অবস্থান
- ৫। রমী করা (কংকর নিষেধ)
- ৬। কোরবানী করা
- ৭। তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ

বদনী হজ্জ: বদনী হজ্জ প্রেরকের অনুমতি থাকলে বদনীকারী কিরান বা তামাত্ত হজ্জ করতে পারবে, ইফরাদ হজ্জ করা জলদি নয়। যেভাবে নিজের হজ্জ আদায় করা হয়, সেভাবেই বদনী হজ্জও আদায় করা হয়। পার্থক্য গুণ এইটুকু যে, বদনী হজ্জ প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করা হয়, এরপর হজ্জের সকল কাজ অভিন্ন। ইহরামের সময় একবার ঐ নিয়ত করা যথেষ্ট, হজ্জের প্রতিটি কাজে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে নিয়ত করতে হবে না।

হজ্জ করণীয় কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ:



- আরাফাতে এই দোয়া বারবার পড়া:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- এত দ্রুত চলা মাকরহ যে অন্যদের কষ্ট হয়।

- উপরে খুৎবা মনোযোগসহ শোনা (যদি শোনা যায়)।

- মসজিদে নামিরাতে বাদশা বা তার নিয়োজিত ইমাম জেহর এবং আসর, জেহরের ওয়াত্তে দুই একামতে পরপর পড়েন, শুধুমাত্র এই জামাতে নামাজ পড়লে এভাবে জেহর ও আসর একত্রে পড়া জায়েজ, অন্যথায় স্বাভাবিক নিয়মে জেহর এবং আসরের ভিন্ন ওয়াত্তে পড়তে হবে। ঐ বিশেষ জামাতের শর্ত পূরণ হলে, ঐ জামাত পড়া মুস্তাহাব। ঐ বিশেষ জামাতে সুযোগ পেয়ে সেটাতে না পড়ে আলাদা পড়লেও জায়েজ।

৩.২.২ আরাফা থেকে মুজদালিফায় যাওয়া এবং মুজদালিফায় অবস্থান

- সূর্যাস্তের পর মাগরিব না পড়ে মুজদালিফায় জন্য রওনা হওয়া, সূর্যাস্তের পর রওনা হতে দেবী করা অনুত্তম। পথে জিকির এবং দোয়া করা।

- আরাফাত থেকে মুজদালিফায় দূরত্ব প্রায় ৯ কি. মি.।

- যাদের তার মিনার পরিবর্তে মুজদালিফায়, তারা সাধারণত নিজেদের তারতেই ফিরে যান।

- আরাফা থেকে বাসে মুজদালিফায় গেলে, পথে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে মুজদালিফায় বাসের পৌছতে ভোর হয়ে যেতে পারে। এরকমক্ষেত্রে বাস থেকে নেমে বাকী পথ হেটে যেতে হবে, কাজেই এই হাটার প্রস্তুতি রাখা দরকার। আর পায়ে হেটে মুজদালিফায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

- পথে কোথাও এক্সেস সেরে নিতে পারলে ভালো হয় কারণ মুজদালিফায় টয়লেটে খুব ভীড় হয়।

- কুযাহ পাহারের কাছে মুজদালিফায় থাকা উত্তম।

- মুজদালিফায় মাগরিব, এশা একসাথে পড়া ওয়াজিব, যত রাত হোক তবে এশার ওয়াত্তে হতে হবে। মাগরিবের ফরজ, এশার ফরজ, মাগরিবের সুন্নত, এশার সুন্নত, বিতর, এই ক্রমান্বয়ে পড়তে হবে। দুই নামাজের মধ্যে নফল নামাজ না পড়া। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তাকবীরে তাশরীক বলা। পুরুষের জন্য এই নামাজ জামাতে পড়া ভাল; এক আযান, এক একামত হবে।

- এখানে (মুজদালিফায়) এই সময় দোয়া খুব করুল হয়।

- মুজদালিফায় রাতে আরাম করা এবং ঘুমানো (সম্ভব হলে)।

- সুবহে সাদিক পর্যন্ত মুজদালিফায় উকুফ সুন্নতে মোয়াক্কিদাহ। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় এর মধ্যে অল্প সময় হলেও উকুফ ওয়াজিব।

- সুবহে সাদিক হওয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

- ছোলার মত ৭০টি পাথর সংগ্রহ মুস্তাহাব, রাতে পাথর ক্রানো জায়েজ তবে ভোরে ক্রানো উত্তম। পাথরগুলো ছোলা/মটর দানা থেকে সামান্য বড় হওয়া। বড় পাথর ভেঙ্গে টুকরো না করে ময়দানে যে ছোট পাথর পাওয়া যায় সেগুলো ক্রানো, কোন মসজিদ থেকে পাথর ক্রানো যাবে না। বাহাত নাপাক মনে হয় এমন জায়গা থেকে পাথর না নেয়া।

- পাথরগুলো পারলে ধুয়ে নেওয়া, পাথর পরিষ্কার জায়গার হলেও ধুয়ে নেওয়া মুস্তাহাব।

৩.৩ ১০ই জিলহজ্জে করণীয়

৩.৩.১ মুজদালিফা থেকে মিনাতে যাওয়া

- সূর্য উদয়ের হওয়ার একটু আগে (দুই রাকাত নামাজের সময় পরিমাণ আগে) মিনার জন্য রওনা হওয়া। জিকির, দোয়া করতে করতে যাওয়া।

- অবস্থানের উপর নির্ভর করে মুজদালিফা থেকে মিনার দূরত্ব ২ থেকে ৫ কি. মি. হতে পারে।

- বাতনে মুহাসসারের প্রান্তে পৌছলে জোরে চলা কারণ মুহাসসার ময়দানে আসহাবে ফীলের উপর আজাব এসেছিল, প্রায় ৫৪৫ পজ্জ এরকম জোরে চলতে হয়।

- যাদের তার মিনার পরিবর্তে মুজদালিফায় এবং রাতে তারা নিজেদের তারতেই ছিলেন, তাদের এই সফর নাই।

- মিনাতে দোয়া করা। এখানে (মিনাতে) এই সময় দোয়া খুব করুল হয়।

- যারা হজ্জ করেন তাদের সৈদের নামাজ পড়া লাগে না।

৩.৩.২ রমী করা (কৎকর নিষ্কেপ)

- রমীর মুস্তাহাব সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে ছিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত, তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রমী করাতে অসুবিধা নেই, পোনাহ হবে না, সূর্যাস্তের পর রাতে রমী মাকরহ তবে কাফফারা নেই, কিন্তু সুবহে সাদিক পর্যন্ত রমী না করলে দম্ব দিতে হবে।

- তারুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে সেখান থেকে জামরার (পাথর মারার জায়গার) দূরত্ব কত হবে। তার মিনার পরিবর্তে মুজদালিফায় হলে এই দূরত্ব সর্বাধিক হবে, যা প্রায় ৪ কি. মি.। এই পথ হেটে যেতে হবে, সাধারণত কোনো যানবাহন পাওয়া যায় না। জামরাতে বড় ব্যাগ নিয়ে ঢুকতে দিবে না।

- তিনটি জামরার মধ্যে, এই দিন শুধু বড় জামরাতে রমী করতে হবে। বড় জামরা পশ্চিমে, মক্কার দিকে।

- জামরা থেকে কমপক্ষে ৫ হাত দূরে জামরা কে সামনে নিয়ে উত্তরমুখী হয়ে দাড়ানো (কাবা বাম দিকে, মিনা ডান দিকে)।

- প্রথম পাথর মারার আগে তালবিয়া বন্ধ করা।

- এই দোয়া পড়ে (শুধু বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর বললেও চলবে)

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِلرَّحْمَنِ

প্রত্যেক পাথর মারা। ডান হাতের শাহাদত ও বৃদ্ধাসুল দিয়ে পাথর নিষ্কেপ করা মুস্তাহাব, হাত এত উপড়ে না উঠানো যে কপাল অনাবৃত হয়ে পড়ে।

- ৭টি পাথর একটানা, বিরতিহীনভাবে নিষ্কেপ করা। ইচ্ছাকৃত ভাবে ৭টির বেশী পাথর মারা মাকরহ, তবে সন্দেহের কারণে বেশী পাথর মারলে ক্ষতি নেই। কেউ কেউ জুতা, স্যান্ডেল, বোতল, ইত্যাদি ছুড়ে মারেন — এরকম করা যাবে না।

- পাথর বেগুনীর ভিতরে পড়াই যথেষ্ট, ঋটিতে লাগানোর দরকার নাই। কোন পাথর ভিতরে না পড়লে, তার পরিবর্তে আরেকটি পাথর মারতে হবে। ঋটিতে লেগে বেগুনীর বাইরে পড়লে, তার পরিবর্তে আরেকটি পাথর মারতে হবে।

- ভীড় থেকে দূরে সরে এসে দোয়া করা, এখানে এই সময় (পাথর মারার পর) দোয়া খুব করুল হয়।

৩.৩.৩ কোরবানী করা

- দমে শোকর বা কোরবানী করার জন্য খাসী/ভেড়া/ঢন্না অথবা গরু/উট জবাই করতে হবে। গরু/উট এর ১/৭ ভাগ মালিকানা থাকতে হবে। অবশ্যই হেরেমের সীমার মধ্যে জবাই করতে হবে, তবে মিনাতে জবাই করা জরুরী নয়।

- কোরবানীর জন্য উত্তম হল নিজেই পশু বাছাই করা। এর জন্য ট্যাক্সি করে নাক্লাহা বা হালাকা নামক বাজারে গিয়ে কোরবানীর পশু নিজেই কেনা যেতে পারে। ওখানে কোরবানীরও ব্যবস্থা আছে। জবাই করার সময় নিজে সামনে থাকা উত্তম।

- কোরবানির গোশত অল্প হলেও খাওয়া মুস্তাহাব।

- ১০ই জিলহজ্জে পাথর মারার পর থেকে ১২ই জিলহজ্জে সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে কোরবানী করতে হবে (কেউ দেবী করলে এটা তার জন্য সর্বশেষ সময়)।

৩.৩.৪ হলক করা (চুল ছাটা)

- চুল হেঁটে হালাল হওয়া অনুচ্ছেদ ১.৭ অনুযায়ী। মিনাতেই চুল ছাটা সুন্নাত, অবশ্য হেরেমের সীমার মধ্যে অন্য কোথাও চুল ছাটলেও ওয়াজিব আদায় হবে।

- চুল ছাটার পর স্বাভাবিক পোশাক/চলাফেরা। কিন্তু পুরুষরা ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করে স্বাভাবিক পোশাক পড়তেও পারেন আবার চাইলে নাও পড়তে পারেন, ইহরামের কাপড় পড়ে থাকলে তাওয়াফে জিয়ারতের সময় এজতাবা হবে।

- ১০ই জিলহজ্জ কোরবানী করার পর থেকে ১২ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে চল ছাটতে হবে (কেউ দেৱী করলে এটা তার জন্য সর্বশেষ সময়)।

রমী, কোরবানী, চল ছাটা; এই ক্রমান্বয়ে করা ওয়াজিব। ক্রম নষ্ট হলে দম দিতে হবে।

৩.৩.৫ মক্কায় গিয়ে কিছু কাজ করে মিনাতে ফিরে আসা

- মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ১০ তারিখে করা উত্তম, না হলে ১১ কিংবা ১২ তারিখে সূর্যাস্তের আগে; এই তিন দিন দুই রাতের যে কোন সময় তাওয়াফ করা চরম। ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত না তাওয়াফ করলে দম দিতে হবে আর তাওয়াফ পরে অবশ্যই করতে হবে।
- মক্কায় গিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা অনুচ্ছেদ ১.২ অনুযায়ী এবং তাওয়াফ করা অনুচ্ছেদ ১.৩ অনুযায়ী।
- (শুধুমাত্র পুরুষের জন্য) তাওয়াফে রমল করতে হবে। ইহরামের কাপড় যদি খোলা হয়ে থাকে তবে ইজতেবা নেই।
- জমজমের পানি পান করা অনুচ্ছেদ ১.৪ অনুযায়ী (নবমবার ইস্তেলামসহ)।
- মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়া অনুচ্ছেদ ১.৫ অনুযায়ী।
- সায়াী করা অনুচ্ছেদ ১.৬ অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ৩.১ এ বর্ণিত অগ্রিম সায়াী না করে থাকলে)।
- এরপর মিনায় ফিরে আসা।

৩.৪ ১১ই এবং ১২ই জিলহজ্জ করণীয়

- মিনাতে অবস্থানকালে দোয়া করা। এখানে (মিনাতে) এই সময় দোয়া খুব কবুল হয়।
- ১১ তারিখে মসজিদে খায়েফে জোহরের পর খুৎবা হবে, (সম্ভব হলে) মনোযোগ সহ শোনা।
- ১১ই এবং ১২ই জিলহজ্জ দুই দিনই রমী করা। এজন্য অনুচ্ছেদ ৩.৩.২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পাথর মারা। সূর্য হেলার পরে (জোহরের ওয়াক্ত শুরু হলে) রমী করা, এর আগে নয়। সূর্যাস্তের আগে রমী করা, সূর্যাস্তের পর রমী মাকরহ, তবে মাজুর হলে করতে পারবে। ৩টি জামারাতে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে (প্রত্যেক রমীতে ৭টি পাথর)। প্রথমে ছোট জামড়াতে (মসজিদে খায়েফের কাছে) রমী করতে হবে। এরপর হামদ, ছানা পড়া এবং শোয়া করা। এরপর মধ্যম জামড়াতে রমী করতে হবে। এরপর হামদ, ছানা পড়া এবং দোয়া করা। এরপর বড় জামড়াতে রমী করতে হবে। এরপর আর দোয়া করা নাই।

৩.৪.১ মিনা থেকে মক্কায় ফিরে যাওয়া

- ১২ তারিখে রমী করে মক্কায় চলে আসা পুরোপুরি জায়েজ তবে ১৩ তারিখে আসা উত্তম। অধিকাংশ হাজি সাহেবরা ১২ তারিখে মক্কায় ফিরেন। জামড়া থেকে মক্কা কাছাকাছি। ১২ তারিখে মক্কায় ফিরলে সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে হবে, এইদিন সূর্যাস্তের পরে মিনা ত্যাগ করা মাকরহ।
- মিনা থেকে মসজিদে হারামের দরত্ব প্রায় ৮ কি. মি.।
- ১২ তারিখে মক্কায় পথে খুব ভীড় হয়। পথে নামাজ পড়ার প্রস্তুতি রাখা, হেটে মক্কা গেলে নামাজ পড়া খুব সহজ হয়। এই দিন হজ্জ অংশগ্রহনকারীদের অনেকেই (সম্ভবত অধিকাংশ অংশগ্রহনকারীরাই) দু-এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে দেন। অথচ হজ্জ অংশগ্রহনকারীদের সবার উপর নামাজ ফরজ থাকে কিন্তু তাদের সবার উপর হজ্জ ফরজ থাকে না।
- মিনা থেকে ফেরার সময় মুহাসনর নামক জায়গায় (মক্কায় উপকণ্ঠে অবস্থিত) অল্প সময় হলেও যাত্রা বিরতি সুন্নত।

৩.৫ ১৩ই জিলহজ্জ করণীয়

- ১২ তারিখে মক্কায় না ফিরে, ১৩ তারিখ সুবহে সাদিক পর্যন্ত মীনায় সীমানাতে থাকলে রমী করা ওয়াজিব হয়ে যাবে, মিনাতে না থাকলে রমী করা লাগবে না। সূর্য হেলার পরে (জোহরের ওয়াক্ত শুরু হলে) রমী করা। এদিন সূর্যোদয়ের পরে, সূর্য হেলার আগেও রমী করা যায় তবে মাকরহ হবে। এদিন সূর্যাস্তের পর আর রমী হবেই না। রমী করে মিনা থেকে মক্কায় ফিরে যাওয়া।
- ১৩ই জিলহজ্জ আসরের নামাজে শেষবার তাকবীরে তাশরিক।

৩.৬ বিদায়ী তাওয়াফ

- মক্কায় গিয়ে মক্কায় অবস্থানকালে তাওয়াফ করা। এজন্য মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা অনুচ্ছেদ ১.২ অনুযায়ী এবং তাওয়াফ করা অনুচ্ছেদ ১.৩ অনুযায়ী। তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে ওয়াজিব নামাজ পড়তে হবে আগের মত।
- (শুধুমাত্র পুরুষের জন্য) তাওয়াফে ইজতেবা নেই, রমল নেই।
- জমজমের পানি পান করা অনুচ্ছেদ ১.৪ অনুযায়ী।
- তাওয়াফের পর সায়াী নাই।
- মসজিদুল হারাম থেকে বের হওয়া অনুচ্ছেদ ১.৫ অনুযায়ী। বেদনার চোখে, আফসোস এর সাথে, উল্টা পায়ে, কাবার দিকে মুখ রেখে বের হওয়া।
- তাওয়াফে জিয়ারতের পর নফল তাওয়াফ করে থাকলেও বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়।
- বিদায়ী তাওয়াফের পরও মসজিদুল হারামে যাওয়া, তাওয়াফ করা সম্পূর্ণ জায়েজ এবং সেটা করাই উচিত। তবে বিদায়ী তাওয়াফের পর মক্কা ছাড়তে বেশী দেৱী হলে আবার বিদায়ী তাওয়াফ করে নেওয়া মুস্তাহাব।

৪. এজেপির খোঁজ-খবর

- সফরের আগে এজেপির ব্যাপারে অবশ্যই খোঁজ-খবর নিয়ে যাওয়া। যদি বিশ্বস্ত কোনো এজেপি না পাওয়া যায়, তবে সরকারিভাবে যাওয়াটাই উত্তম। সম্ভবত এজেপিগুলোর কোনটাই তাদের কথামত সুবিধা বা সার্ভিস দিতে পারে না বা দেয় না, কিন্তু তারপরও খোঁজ-খবর নেওয়াটা জরুরি। এই এজেপির সাথে আগে যাওয়া কোনো হাজ্জীর পূর্ব অভিজ্ঞতা পাওয়া গেলে তার কাছ থেকেও এজেপি সম্পর্কে জানা যেতে পারে। যেসব বিষয়ে জানা প্রয়োজনঃ
- এজেপির মালিকের নাম এবং তার সরকারী হজ্জু লাইসেন্স আছে কিনা? এটা ইন্টারনেট থেকে যাচাই করা যায়।
- কত টাকার প্যাকেজ? হাজ্জী সাহেবরা কবে যাবে এবং কবে আসবে?
- সৌদি আরবের মুয়াল্লেমের নাম ও নম্বর (ফোন নম্বর নয়, মুয়াল্লেম নম্বর)। ঐ মুয়াল্লেমের সাথে কোনো হাজ্জীর পূর্ব অভিজ্ঞতা পাওয়া গেলে তার কাছ থেকেও মুয়াল্লেম সম্পর্কে জানা যেতে পারে।
- মক্কায় কোথায় রাখবে, মিস্ফালাহ ব্রীজের কোন দিকে, বায়তুল্লাহতে হেঁটে যেতে কতক্ষণ লাগবে, এক ক্রমে কয়জন থাকবে, কয়বেলা খাবার দিবে, কি খেতে দিবে, খাবার পানির কি ব্যবস্থা থাকবে, ফ্যামিলি সাথে থাকলে এটাচড টয়লেট দিবে কিনা, মক্কায় ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখানোর খরচ কে দিবে, মিনা/মাদীনা থেকে ফেরার পরে একই জায়গায় রাখবে কিনা, মীনাতে কয়বেলা খাবার দিবে, মক্কা থেকে মীনা, মীনা থেকে আরাফাহ, আরাফাহ থেকে মুজদালিফাহ, মুজদালিফাহ থেকে মীনা, মীনা থেকে মক্কা কিভাবে যাবে, কোরবানীর টাকা প্যাকেজের মধ্যে কিনা, মক্কা থেকে মদীনায় কিভাবে যাওয়া হবে, যাত্রাপথে খাওয়া-দাওয়ার খরচ এজেপি দিবে কিনা, মদীনায় কোথায় রাখবে, মসজিদে নব্বীতে হেঁটে যেতে কতক্ষণ লাগবে, এক ক্রমে কয়জন থাকবে, কয়বেলা খাবার দিবে, কি খেতে দিবে, খাবার পানির কি ব্যবস্থা থাকবে, ফ্যামিলি সাথে থাকলে এটাচড টয়লেট দিবে কিনা, মদীনার ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখানোর খরচ কে দিবে, ইত্যাদি।

যেসব এজেপির সাথে যাওয়া হয়, ঐ এজেপির গ্রুপ লিডার ও সাধারণভাবে সমস্ত উলামায়ে কেরামদের ব্যাপারে গীবত করা থেকে বেঁচে থাকা। কারণ বেশিরভাগ গ্রুপগুলো উলামায়ে কেরামদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। কাজেই কোনো কোনো সময় যদি এজেপিগুলোর কথা ও কাজের মিল না পাওয়া যায়, তবে সমস্ত উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে আমরা যেন বীতশ্রদ্ধ না হয়ে পড়ি।